বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

গঠনতন্ত্র

১৯৭৪ সনে গৃহীত এবং ১৯৮২ ও ১৯৮৬ সনের বিশেষ সাধারণ সভা
এবং ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৪ ও ২০১০ সনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশোধিত

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির
গঠনতন্ত্র

(১৯৭৪ সনে গৃহীত এবং ১৯৮২ ও ১৯৮৬ সনের বিশেষ সাধারণ সভা এবং ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৪ ও ২০১০ সনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশোধিত)

(ক) নাম ঃ

১। সমিতির নাম, 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি' হইবে।

(খ) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

১। অর্থনৈতিক, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিষয়ে শিক্ষা, অনুসন্ধান ও গবেষণার উন্নয়ন সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ এবং উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান।

২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত সাময়িকী প্রকাশনা।

৩। অর্থনৈতিক বিষয়াদির উপর সভা, সম্মেলন ও আলোচনা সভার আয়োজন।

৪। অর্থনীতিবিদদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণ।

(গ) সদস্য পদ ঃ

১। সদস্যগণ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিবেন, যথা ঃ

(১) সাধারণ সদস্য

(২) আজীবন সদস্য

(৩) সম্মানিত আজীবন সদস্য

(৪) ছাত্র সদস্য

(৫) সহযোগী সদস্য

(৬) প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য।

২। নুতন সদস্যপদ লাভের জন্য প্রত্যেককেই প্রবেশ ফি এবং সকল সদস্যকেই বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবে। সকল প্রকার ফি এবং চাঁদার হার নির্ধারণ ও পরিবর্তন সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং সাধারণ সভায় অনুমোদিত হইবে।

৩। সদস্যপদ লাভের জন্য একটি নির্ধারিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদকের নিকট আবেদন জানাইতে হইবে। আবেদনপত্রে সমিতির দুইজন সদস্যের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

৪। **সদস্যপদ লাভের পূর্বশর্ত এবং সদস্যদের অধিকার ও সুবিধাদি ঃ**

(ক) সাধারণ সদস্য ঃ

(১) অর্থনীতি (কৃষি অর্থনীতিসহ) বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী অথবা চার বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রীধারী এবং অর্থনীতি শিক্ষা, গবেষণা বা চর্চায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি সমিতির সাধারণ সদস্য হইতে পারিবেন। [এখানে উল্লেখ থাকে যে, বর্তমান আজীবন সদস্য ও সাধারণ সদস্য (যাহাদের সংশোধন পূর্বক ৯৮ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদস্যপদ বহাল আছে) তাহাদের ক্ষেত্রে সংশোধিত সাধারণ সদস্য পদের নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।]

(২) সাধারণ সদস্যগণ কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচনে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) সাধারণ সদস্যগণ সমিতির সাময়িকী এবং সম্মেলনের কার্যবিবরণী ও অন্যান্য বিশেষ প্রকাশনা হ্রাসকৃত মূল্যে লাভ করিতে পারিবেন।

(৪) সাধারণ সদস্যগণ কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফি'র বিনিময়ে সাধারণ সম্মেলন ও অন্যান্য বিশেষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫) সাধারণ সদস্যদের সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট বিনামূল্যে পাইবার অধিকার থাকিবে।

(৬) সাধারণ সদস্যপদের আবেদন কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৭) কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সদস্যপদের আবেদনসমূহ সম্পর্কে পরবর্তী সাধারণ সভাকে অবহিত করিতে হইবে।

(খ) আজীবন সদস্য ঃ

(১) সাধারণ সদস্যপদের যোগ্যতা সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি যথাযথ ফি জমা দিয়া আজীবন সদস্যপদ লাভ করিতে পারিবেন।

(২) আজীবন সদস্যগন সাধারণ সদস্যদের অনুরূপ সকল অধিকার ও সুবিধাদি ভোগ করিবেন।

(৩) আজীবন সদস্যপদের আবেদন কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(গ) **সম্মানিত আজীবন সদস্য ঃ**

(১) সমিতির কার্যনির্বাহিক কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সমিতির সম্মানিত আজীবন সদস্যপদ দান করিতে পারিবেন।

(২) সম্মানিত আজীবন সদস্যগন সাধারণ সদস্যদের অনুরূপ সকল প্রকার অধিকার ও সুবিধাদি ভোগ করিবেন।

(ঘ) **ছাত্র সদস্য ঃ**

(১) অর্থনীতি (কৃষি অর্থনীতিসহ) বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অথবা উক্ত বিষয়ে চার বছর মেয়াদী কোর্সের শেষ বছরে অধ্যয়নরত যে কোন ছাত্র/ছাত্রী কার্যনির্বাহক কমিটির অনুমোদনক্রমে সমিতির ছাত্র সদস্য পদ লাভ করিতে পারিবেন।

(২) সদস্যপদ লাভের প্রার্থনা এবং নবায়নের প্রাক্কালে তাহাদের স্ব স্ব বিভাগ/প্রতিষ্ঠান হইতে ছাত্র/ছাত্রী পরিচয়ের সমর্থন সূচক প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৩) ছাত্র সদস্যদের ভোটাধিকার ও বার্ষিক রিপোর্ট পাইবার অধিকার থাকিবে না।

(৪) ছাত্র সদস্যগণ নির্দিষ্ট রেজিষ্ট্রেশন ফি প্রদান সাপেক্ষে সমিতির সাধারণ সম্মেলনে এবং কার্যনির্বাহক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য বিশেষ সম্মেলনে যোগদান করিতে পারিবেন।

(ঙ) সহযোগী সদস্য ঃ

(১) যেকোন বিষয়ে স্নাতক অথবা তদুর্ধ ডিগ্রী থাকিলে, অর্থনীতি বা সংশ্লিষ্ট পেশায় সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি কার্যনির্বাহক কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সমিতির সহযোগী সদস্য পদ লাভ করিতে পারিবেন।

(২) সহযোগী সদস্যদের অধিকার ও সুবিধাদি ছাত্র সদস্যদের অনুরূপ হইবে। তবে বিভিন্ন চাঁদা ও ফি'র হারে তারতম্য থাকিতে পারে।

(চ) প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য ঃ

(১) যে কোন সরকারী, আধা-সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কার্যনির্বাহক কমিটির অনুমোদনক্রমে সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যপদ লাভ করিতে পারিবে।

(২) প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যপদের অধিকার ও সুবিধাদি ছাত্র সদস্য ও সহযোগী সদস্যদের অনুরূপ হইবে। তবে বিভিন্ন চাঁদা ও ফি'র হারে তারতম্য থাকিতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যদের সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট বিনামূল্যে পাইবার অধিকার থাকিবে।

৫। (ক) নিম্নবর্ণিত কারণে কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

(১) যদি পর পর তিন বৎসর তিনি চাঁদা পরিশোধ না করেন

অথবা

(২) যদি তিনি লিখিতভাবে পদত্যাগ করেন

অথবা

(৩) যদি পূর্ণ কার্যনির্বাহক কমিটি ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তাহার সদস্যপদ বহাল থাকাকে সমিতির স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সাধারণ সভা উহা অনুমোদন করেন। সাধারণ সভায় প্রস্তাব পেশ করার পূর্বে কার্যনির্বাহক কমিটি লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে এই ব্যাপারে অবহিত করিবেন এবং পনের দিনের মধ্যে সদস্যকে লিখিতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ গ্রহণের আহবান জানাইবেন।

(খ) সদস্যপদ বাতিল হইলে পুনরায় সদস্য হইতে কার্যনির্বাহক কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(ঘ) সংগঠন ঃ

(১) সমিতির কার্যাবলী একটি কার্যনির্বাহক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(২) এই কমিটি একজন সভাপতি, পাঁচজন সহ-সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ, দুইজন যুগ্ম-সম্পাদক, পাঁচজন সহ-সম্পাদক, এবং চৌদ্দ জন সদস্য দ্বারা গঠিত হইবে। **

(৩) কোন কারণে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ বা যুগ্ম-সম্পাদকের পদ শূন্য হইয়া পড়িলে, নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সেই পদ পূরণ করিতে হইবে। সভাপতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতম সহ-সভাপতি, সম্পাদকের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতম যুগ্ম-সম্পাদক অথবা তাহাঁর অবর্তমানে জ্যেষ্ঠতম সহ-সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদকের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতম সহ-সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত কমিটির কোন সদস্য শূন্য পদ পূরণ করিবেন। উপরোক্ত চারটি পদ ভিন্ন অন্য কোন শূন্য পদ পূরণ করা হইবে না।

(৪) কার্যনির্বাহক কমিটির প্রস্তাবক্রমে সাধারণ সভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে এক বা একাধিক পৃষ্ঠপোষক নির্বাচন করিতে পারিবেন।

** ২০০৪ সনের সাধারণ সভায় গৃহীত

(ঙ) কার্যনির্বাহক কমিটির কার্যবিধি ঃ

(১) প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার কার্যনির্বাহক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) প্রত্যেক সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে প্রত্যেক সদস্যের নিকট সভার আলোচ্য বিষয়াদির তালিকাসহ নোটিশ পাঠাইতে হইবে। সভাপতির নির্দেশক্রমে এবং উপস্থিত সদস্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন জরুরী বিষয় সভায় আলোচনার জন্য গৃহীত হইতে পারে। অতি জরুরী ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভাপতি প্রয়োজনবোধে স্বল্প সময়ে নোটিশ সাপেক্ষে অথবা নোটিশ ব্যতিরেকে সভা আহবান করার নির্দেশ দিতে পারেন। সভাপতি অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতির অনুমতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম-সম্পাদক ও তাহার অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক সভা আহবান করিবেন।

(৩) সভাপতি অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত জ্যেষ্ঠতম সহ-সভাপতি সমিতির সভার সভাপতিত্ব করিবেন। তাহাদের সকলের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা উক্ত সভার সভাপতি নির্বাচিত হইবেন।

(৪) কোন সভায় কমিটির মোট সদস্যের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ আটজনের উপস্থিতি সংখ্যাপূর্তি (কোরাম) বলিয়া গণ্য হইবে। **

(৫) কোন বিশেষ ব্যাপারে গঠনতন্ত্রের অন্যত্র বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকিলে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৬) সভাপতির নিজস্ব ভোট থাকিবে। উপরন্ত কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব না হইলে, তিনি তাহার কাষ্টিং ভোটও প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৭) যদি গঠনতন্ত্র বর্ণিত কোন বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, অথবা এমন কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়, যে সম্মন্ধে গঠনতন্ত্রে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নাই, তাহা হইলে কার্যনির্বাহক কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে সমিতির পরবর্তী সাধারণ সভায় সদস্যগণকে এই ব্যাপারে অবহিত করিতে হইবে।

** ২০০৪ সনের সাধারণ সভায় গৃহীত

(৮) যদি কোন জরুরী অবস্থায় বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রের কোন শর্ত বা শর্তাবলী প্রয়োগ আপাতকালীন বন্ধ রাখার প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কমিটি তিন-চতুর্থাংশ ভোটে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। পরবর্তী সাধারণ সভায় সাধারণ সদস্যগণকে এই ব্যাপারে অবহিত করিতে হইবে।

(৯) ছয় মাসের মধ্যে কার্যনির্বাহক কমিটির কোন সভা আহবান করা না হইলে, কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য লিখিতভাবে সভাপতির নিকট সভা আহবান করার দাবী জানাইতে পারিবেন। দাবী জানানোর ত্রিশ দিনের মধ্যে তাহা পূরণ করা না হইলে, দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের আহবানে তলবী সভার আয়োজন করা যাইতে পারে।

(চ) কার্যনির্বাহক কমিটি ও কর্মকর্তাদের কর্তব্য ঃ

(১) কার্যনির্বাহক কমিটি সমিতির কার্যাবলী পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) প্রয়োজন অনুসারে যাবতীয় ব্যয়-সাধন ক্ষমতা কার্যনির্বাহক কমিটির থাকিবে এবং কমিটির অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যয়-সাধন করা যাইবে না।

(৩) কোন সভা অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে কার্যনির্বাহক কমিটি একটি বাজেট তৈরী ও অনুমোদন করিবেন, এবং সভাপতির পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্ত বাজেট বহির্ভূত কোন ব্যয় সাধন করা হইবে না।

(৪) সাধারণ সম্পাদক যাবতীয় দলিলপত্র সংরক্ষণ ও চিঠিপত্র আদান-প্রদান করিবেন এবং তিনিই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক থাকিবেন। তিনি অফিস সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক ন্যস্ত কর্তব্যাদি সম্পাদন করিবেন।

(৫) কার্যনির্বাহক কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ সম্পাদক সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট তৈরী করিবেন এবং কার্যনির্বাহক কমিটির অনুমোদনক্রমে ইহা সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

(৬) যুগ্ম-সম্পাদক এবং সহ-সম্পাদকগণ সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ মোতাবেক কমিটির দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৭) যে কোন তফসিলী ব্যাংকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নামে হিসাব খুলিতে হইবে। উক্ত হিসাব কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষরসহ সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকএর স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। **

(৮) কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক গৃহীত নিয়মানুযায়ী কোষাধ্যক্ষ যাবতীয় অর্থ গ্রহণ, তত্ত্বাবধান এবং হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

(৯) কোষাধ্যক্ষ সমিতির বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করিবেন এবং কার্যনির্বাহক কমিটির অনুমোদনক্রমে উহা সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

(১০) সমিতির হিসাব বিদায়ী কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক মনোনীত এবং সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত কোন নিরীক্ষকের দ্বারা বৎসরে একবার নিরীক্ষিত হইবে।

(১১) প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যনির্বাহক কমিটি কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সাধারণ সম্পাদকের নিকট "ইমপ্রেস্ট ফান্ড" হিসাবে গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন।

(১২) কার্যনির্বাহক কমিটির সাধারণ বিবরণী, সমিতির সাময়িকী ও অন্যান্য প্রকাশনা তত্ত্বাবধান, সম্পাদনা ও প্রকাশনার বন্দোবস্ত করিবার জন্য কমিটি একজন সম্পাদক এবং একটি সম্পাদকীয় পরিষদ নিয়োগ করিবেন।

(১৩) কার্যনির্বাহক কমিটির অনুমোদনক্রমে সমিতির আঞ্চলিক চ্যাপ্টার গঠন করা যাইবে। **

সমিতির আঞ্চলিক চ্যাপ্টার নিম্নোক্ত শর্তে গঠন করা যাইবেঃ

(ক) আঞ্চলিক চ্যাপ্টারের কেন্দ্র প্রশাসনিক বিভাগওয়ারী হইবে। বিভাগে অবস্থানরতসকল সদস্য আঞ্চলিক চ্যাপ্টারের সদস্য হইতে পারবেন। একটা বিভাগে আঞ্চলিক চ্যাপ্টারের কেবল একটি কেন্দ্র খোলা যাইবে।

(খ) চ্যাপ্টার এর সদস্য হওয়ার পূর্বে অবশ্যই তাহাকে অর্থনীতি সমিতির সদস্য হইতে হইবে।

(গ) অর্থনীতি সমিতির গঠনতন্ত্রের বিধি বিধান অর্থনীতি সমিতির আঞ্চলিক চ্যাপ্টার এর বেলায়ও প্রযোজ্য হইবে।

(ঘ) প্রতি বছরান্তে চ্যাপ্টার এর বিভিন্ন কর্মসূচীর অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঙ) আঞ্চলিক চ্যাপ্টার গঠন করিতে হইলে অঞ্চল ভিত্তিক কমপক্ষে ১০০ (একশত) জন সদস্য হইতে হইবে।

** ২০০৪ সনের সাধারণ সভায় গৃহীত

(চ) আঞ্চলিক চ্যাপ্টার গঠনের প্রথম পর্যায়ে একটি এডহক কমিটি গঠন করিতে হইবে, যা অর্থনীতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। উক্ত এডহক কমিটি অনধিক তিন মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন করিবে।

(ছ) প্রত্যেক আঞ্চলিক চ্যাপ্টার এর কার্যনির্বাহী কমিটির কাঠামো নিম্নরূপ হইবে ঃ

সভাপতি	১ (এক) জন
সহ-সভাপতি	২ (দুই) জন
সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
কোষাধ্যক্ষ	১ (এক) জন
যুগ্ম-সম্পাদক	১ (এক) জন
সহ-সম্পাদক	১ (এক) জন
নির্বাহী সদস্য	৪ (চার) জন
মোট	১১ (এগার) জন

জ) আঞ্চলিক চ্যাপ্টারের কার্যনির্বাহক কমিটির মেয়াদকাল দুই বছর হইবে।

(ঝ) সমিতির গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপে কোন চ্যাপ্টার জড়িত থাকিলে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হইবে। উক্ত নোটিশের জবাব এক মাসের মধ্যে দিতে হইবে এবং সে জবাব কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে গ্রহণযোগ্য না হইলে অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি চ্যাপ্টার এর কার্যক্রম স্থগিত/বিলুপ্ত করিতে পারিবে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক চ্যাপ্টারের কার্যপরিচালনার জন্য নতুন এডহক কমিটি গঠন করা যাইবে।

(১৪) অর্থনীতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষনার জন্য "ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস্" প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ন স্বাধীন ও স্বাতন্ত্র্যভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তবে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ও ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস্ যৌথ ভাবে বিভিন্ন গবেষনাধর্মী কাজ করবে।***

(ছ) গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ

(১) এই গঠনতন্ত্রের যাবতীয় সংশোধন সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত হইবে।

(২) সাধারণ সভায় বিবেচিত হইবার পূর্বশর্ত হিসাবে যে কোন সংশোধনী প্রস্তাব সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ৪৫ দিন পূর্বে সাধারণ সম্পাদকের নিকট পৌছাইতে হইবে। সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সভার সাত দিন পূর্বে প্রাপ্ত সংশোধনী সমূহ সদস্যদের নিকট প্রেরণ করিবেন।

*** ২০১০ সনের সাধারণ সভায় গৃহীত

(জ) সভা ও সম্মেলন ঃ

(১) কার্যনির্বাহক কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন এবং সমিতির কার্যবিবরনী, হিসাব ও অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনার জন্য দুই বৎসরে একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সাধারণতঃ সাধারণ সভার প্রাক্কালে সাধারণ সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইবে। তবে অন্তবর্তীকালীন সময়েও অন্ততঃ একটি বিশেষ সম্মেলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কার্যনিবাহক কমিটির প্রয়োজনানুগ সিদ্ধান্তে অন্তবর্তীকালীন সময়ে বিশেষ সাধারণ সভাও আহবান করা যাইতে পারে।

(৩) সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ দুই মাস পূর্বে প্রথম নোটিশ সদস্যদের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং একই সাথে সংবাদ পত্রের মাধ্যমে সংবাদ প্রচার করিতে হইবে।

(৪) কার্যনির্বাহক কমিটি দুই বৎসরের মধ্যে সাধারণ সভা ও নির্বাচনের ব্যবস্থা না করিলে ভোটাধিকার প্রাপ্ত সদস্যদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী অংশের লিখিত দাবী সম্পাদকের নিকট পেশ করণ সাপেক্ষে তলবী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। লিখিত দাবী পেশ করিবার দুই মাসের মধ্যে কার্যনির্বাহক কমিটি সাধারণ সভা আহবান না করিলে তলবকারী সদস্যগন তলবী সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন এবং নূতন কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচনসহ অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন। তলবকারী সদস্যদের শতকরা বিশ ভাগের উপস্থিতি সংখ্যাপূর্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) অন্তবর্তীকালীন সময়েও তলবী সভা আহবান করা যাইতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে তলবকারীর সংখ্যা ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক হইতে হইবে এবং তলবকারী সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশের উপস্থিতি সংখ্যাপূর্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) সাধারণ সভায় বা কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় ভোটাধিকার প্রাপ্ত সদস্যদের শতকরা বিশ জনের উপস্থিতি সংখ্যাপূর্তি বলিয়া গণ্য হইবে। সংখ্যাপূর্তির অভাবে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইতে না পারিলে পুনরায় নোটিশ প্রদান করিয়া এক মাসের মধ্যে সাধারণ সভা আহবান করিতে হইবে এবং এই পর্যায়ে শতকরা দশ জনের উপস্থিতি সংখ্যাপূর্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রস্তাব উপস্থিত সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সিদ্ধান্তে গৃহীত হইবে।

(ঝ) নির্বাচন ঃ

(১) কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচন একটি নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সাধারণ সভার নোটিশ প্রদানের পূর্বেই কার্যনির্বাহক কমিটি একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং দুই জন সহযোগী কমিশনার নিয়োগ করিবেন এবং সভার প্রথম নোটিশে কমিশনারদের নামও উল্লেখ করিতে হইবে। কোন কমিশনার পরবর্তীতে কার্য সম্পাদনে অপারগ হইলে, সভাপতি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৩) কার্যনির্বাহক কমিটির কোন কর্মকর্তা বা সদস্য উক্ত কমিশনের সদস্য হইতে পারিবেন না এবং কমিশনের সদস্যগণ নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(৪) নির্বাচন কমিশন নিম্নে বর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবেন ঃ

(ক) ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ

(খ) মনোনয়ন গ্রহণ ও প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্তকরণ

(গ) ভোট গ্রহণ ও গণনাকরণ

(ঘ) নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের নাম ঘোষণা।

(৫) নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৬) নিম্নোক্ত শর্তাবলী যাহারা পূরণ করিতে পারিবেন, শুধু তাহারাই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হইবেন।

পুরাতন সদস্য ঃ সাধারণ সভার প্রথম নোটিশ প্রদানের পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করিতে হইবে।

নতুন সদস্য ঃ সাধারণ সভার প্রথম ঘোষণা প্রদানের পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে সদস্য পদ লাভ করিতে হইবে।

(৭) সাধারণ সম্মেলন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হইবে এবং সম্মেলনের প্রথম দিনের মধ্যেই ভোটার তালিকা সংক্রান্ত যাবতীয় আপত্তি নির্বাচন কমিশনের সমীপে পেশ করিতে হইবে। দ্বিতীয় দিবসে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হইবে এবং উক্ত দিবসেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে। তৃতীয় দিবসেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হইবে। কোন কারণে সাধারণ সম্মেলনের স্থায়িত্বকাল চার দিনের কম হইলে নির্বাচন কমিশন এই সময়সূচী পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

(৮) চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় যে সকল সদস্যের নাম স্থান পাইবে, শুধু তাহারাই সাধারণ সভার কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৯) কার্যনির্বাহক কমিটির কর্মকর্তা "এক পদ এক ব্যক্তি এক ভোট" পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন। অর্থাৎ যে সকল পদের জন্য একাধিক কর্মকর্তা নির্বাচিত হইবার ব্যবস্থা আছে, সেইসকল ক্ষেত্রে একজন ভোটার একজন প্রার্থীকে একটি ভোট দিতে পারিবেন এবং প্রদত্ত ভোট মোট পদের চেয়ে বেশী হইতে পারিবে না।

(১০) যে সকল পদের ক্ষেত্রে একাধিক কর্মকর্তা নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা আছে সে সকল ক্ষেত্রে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের আপেক্ষিক জ্যেষ্ঠতা তাহাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার ভিত্তিতে নিরূপণ করা হইবে এবং এইরূপে নিরূপিত জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুযায়ী তাহাদের নাম প্রকাশ করা হইবে। ভোট এর সংখ্যা সমান হইলে অথবা সর্বসম্মতিক্রমে কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হইলে, কার্যনির্বাহক কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে তাহাদের আপেক্ষিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

(১১) সমিতির সভাপতি পরবর্তী কার্যনির্বাহক কমিটিতে পুনঃনির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিলে তিনি পরবর্তী কার্যনির্বাহক কমিটিতে বিনা নির্বাচনে জ্যেষ্ঠতম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হইবেন।

(১২) কোন সদস্য কার্যনির্বাহক কমিটির একই পদে পর পর দুই মেয়াদের অধিক নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না। *

* ২০০২ সনের সাধারণ সভায় গৃহীত

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড
ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত
ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬
ওয়েবসাইড ঃ www.bdeconassoc.org
ই-মেইল ঃ bea.dhaka@gmail.com
প্রকাশনার তারিখ ঃ ৮ই মার্চ, ২০১১